বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের বিষয়ে বাংলাদেশের বিধি ব্যবস্থাদি প্রসঙ্গে প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাদির উত্তর

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
website : www.bangladeshbank.org.bd
জুলাই, ২০০৯

এই প্রচারপত্রের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থাদির সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত বর্ণনা; অনুসরণীয় মূল নির্দেশনার জন্য মে, ২০০৯ সনের Guidelines for Foreign Exchange Transactions এবং তৎপরবর্তী প্রজ্ঞাপন/ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত পরিপত্রগুলো দ্রষ্টব্য।

1. evsjv‡`‡k wbevmx/Awbevmx Kviv?

উত্তর: ক. সচরাচর বাংলাদেশে বসবাসকারী/বিগত এক বছরে অন্যূন ছয় মাস বাংলাদেশে অবস্থানকারী অথবা নিবাসী পরিচয়ে বাংলাদেশে করদাতা ব্যক্তিরা বাংলাদেশে নিবাসী গণ্য হন; বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিদেশে দায়িত্ব পালন বা ছুটি যাপনকালেও বাংলাদেশে নিবাসী গণ্য থাকেন।

খ. উপর্যুক্ত বর্ণনাভুক্ত নন এমন বিদেশী জাতীয়তার ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী নন এমন বাংলাদেশী নাগরিকগণ বিদেশে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশে অনিবাসী গণ্য হন।

2. evsjv‡`‡k ˆe‡`wkK g`v µq-weµ‡qi ˆea c¶ Kviv?

উত্তর: বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখাগুলো {অনুমোদিত ডিলার বা এডি (authorised dealer) নামে পরিচিত} বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ;

ভ্রমণখাতে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সীমিত লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জাররাও বিদেশ থেকে আগত/বিদেশগামী যাত্রীদের সঙ্গে ভ্রমণখাতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য বৈধ পক্ষ।

বাংলাদেশে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর আওতায় দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

3. †Kvb hvÎx we‡`k †_‡K Kx cwigvY ˆe‡`wkK g`v m‡½ Avb‡Z cv‡ib?

উত্তর: বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন; তবে এর পরিমাণ পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বেশি হলে সমুদয় অংকের ঘোষণা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে FMJ ফরমে দাখিল করতে হয়। আনীত পরিমাণ অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা দরকার হয় না।

4. we‡`k †_‡K Avbv ˆe‡`wkK g`v m‡½ ivLv hvq wK?

উত্তর: ক. বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, পরবর্তী বিদেশ যাত্রায় সঙ্গে নিয়েও যেতে পারেন। পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণ আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে/লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বিক্রি বা নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখা নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

খ. বিদেশ থেকে আগত অনিবাসীরা সঙ্গে আনা (এবং পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা দেয়া) বৈদেশিক মুদ্রা নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার

ব্যাংকে অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন; অব্যবহৃত অংশ বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

৫. বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়?

উত্তর: আনীত বৈদেশিক মুদ্রার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক বা লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির প্রতি ক্ষেত্রে নগদায়ন সনদপত্র (encashment certificate) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

৬. বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

উত্তর: প্রাপকের অনুকূলে রেমিট্যান্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসায়রত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহই বৈধ। বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা সংগৃহীত হবে না এমন কোন পন্থার (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর আওতায় দন্ডযোগ্য এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর আওতায় দন্ডনীয় হতে পারে।

৭. প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট রাখতে পারেন?

উত্তর: তাঁরা বাংলাদেশে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত)। এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফাসমেত অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

৮. প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে আর কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন?

উত্তর: ক. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা টাকায় সরকারি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ বিনিয়োগের আসলের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য এবং মুনাফার অংক টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহার্য।

খ. প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে :

(১) টাকায় সরকারি ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। অন্যূন এক বছর ধারণ শেষে বিনিয়োগের আসল বিদেশে অবাধে প্রত্যাবাসন করা যায়, মুনাফার অংকও অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।

(২) বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এগুলোর আসল এবং ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য, প্রিমিয়াম বন্ডের মুনাফা টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহার্য।

(৩) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় অনিবাসী টাকা বিনিয়োগ হিসাব (NITA) এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/ সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারেন; এসব বিনিয়োগের আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

৯. স্থানীয় উৎসের তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা করা যায় কি?

উত্তর: বিদেশ থেকে আনীত স্থিতির ওপর অর্জিত বৈধ মুনাফা ছাড়া অন্যবিধ স্থানীয় উৎসের কোন তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমাযোগ্য নয়।

১০. বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?

উত্তর: ক. বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাবে জমা করতে পারেন; হিসাবের স্থিতি টাকায় নগদায়ন ছাড়াও পরবর্তীতে বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে বা আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন।

খ. রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের প্রযোজ্য অংশ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা একাউন্টে জমা রাখা যায়। এ হিসাবের স্থিতি রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক বিদেশ ভ্রমণ বা অন্যবিধ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবহার করা যায়।

১১. বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি?

উত্তর: না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশিষ্ট ড্রাফট/টিটি/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ বাধ্যতামূলক।

১২. অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের টাকা একাউন্টে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি?

উত্তর: হ্যাঁ। প্রাপকের হিসাবধারী ব্যাংক শাখা সংশিষ্ট রেমিট্যান্স কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা থেকে টাকায় নগদায়ন করে নেবে।

১৩. বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তিগত ভ্রমণ খাতে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন?

উত্তর: মায়ানমার এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোয় বিমানযোগে ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য মাথাপিছু প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে অনধিক ১০০০ মার্কিন ডলার কেনা যায়, স্থলযোগে ভ্রমণের জন্য প্রাপ্য এর অর্ধেক। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের জন্য পঞ্জিকাবর্ষ প্রতি মাথাপিছু অনধিক ৩০০০ মার্কিন ডলার ক্রয়যোগ্য।

১৪. বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়যোগ্য/উত্তোলনযোগ্য অংক নগদ নোট আকারে ছাড়ের কোন পরিমাণ সীমা আছে কি?

উত্তর: মার্কিন ডলার নগদ নোট আকারে এককালীন উত্তোলন/ছাড়ের পরিমাণসীমা ২০০০ মার্কিন ডলার। সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় নগদ নোট আকারে নেয়া যায়, ট্রাভেলার্স চেক/ড্রাফট আকারেও সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক মার্কিন ডলারসহ যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় নেয়া যায়।

১৫. বিদেশে চাকুরী/অভিবাসন ইত্যাদি সূত্রে একমুখী টিকেটে বিদেশ যাত্রায় বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তির প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা কত হবে?

উত্তর : একমুখী টিকেটে এ ধরনের বিদেশ যাত্রায় অব্যবহৃত ভ্রমণ কোটার অর্ধেক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কেনা যাবে (যেমন-৫০০ মার্কিন ডলার আগে ব্যবহার হয়ে থাকলে পঞ্জিকা বর্ষের অবশিষ্ট অব্যবহৃত ২,৫০০ মার্কিন ডলারের অর্ধেক অর্থাৎ ১,২৫০ মার্কিন ডলার একমুখী টিকেটে বিদেশ যাত্রার জন্য কেনা যাবে)।

১৬. ব্যবসায়িক/দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারেন কি?

উত্তর : দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত খাতের কর্মকর্তারা সরকার নির্ধারিত হারে এবং পেশাগত/ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের জন্য বেসরকারি খাতের নিবাসী ব্যক্তিরা মাথাপিছু দৈনিক অনধিক ২৫০ মার্কিন ডলার হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে পারেন (মায়ানমার এবং সার্ক দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য মাত্রা দৈনিক অনধিক ২০০ মার্কিন ডলার)।

১৭. ভ্রমণকোটা বাবদ প্রাপ্যের পুরো অংক লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার থেকে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায় কি?

উত্তর : লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ভ্রমণকোটা বাবদ প্রাপ্য থেকে যাত্রী প্রতি অনধিক ১,০০০ মার্কিন ডলার বিক্রি করতে পারে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা ভ্রমণকোটা বাবদ ছাড়যোগ্য সম্পূর্ণ অংকই বিক্রি করতে পারে।

১৮. বাংলাদেশে নিবাসীদের বিদেশে অধ্যয়নের ব্যয়বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা কেনা যায় কি?

উত্তর : হ্যাঁ। বিদেশে ভাষা শিক্ষা কোর্সসহ স্বীকৃত সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাগত ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের ফি/বেতন ও বিদেশে থাকা খাওয়ার খরচবাবদ বৈদেশিক মুদ্রা (বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জানানো ব্যয় প্রাক্কলন মোতাবেক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায়। দূরশিক্ষণ/স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়ন বা অন্যান্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থায় পড়াশোনা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষ।

১৯. বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

উত্তর : হ্যাঁ। বিদেশী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দেয়া ব্যয় প্রাক্কলন মোতাবেক অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায়, এর বেশি মাত্রার বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষ।

২০. কোন্ কোন্ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা, রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দাপ্তরিক বা

পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য ছাড়যোগ্য অংক, হজ্ব উপলক্ষে হজ্ব কোটা এবং নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড বাংলাদেশে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

২১. বিদেশগামীরা বাংলাদেশ ত্যাগকালে এবং বিদেশ থেকে আগতরা বাংলাদেশে আসার সময় বাংলাদেশ টাকায় কী পরিমাণ অংক সঙ্গে রাখতে পারে?

উত্তর : অনধিক দুই হাজার টাকা।

২২. বাংলাদেশে আগত অনিবাসীর সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি?

উত্তর : যে মানিচেঞ্জার/অনুমোদিত ডিলারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানো হয়েছিল শুধুমাত্র সেই মানিচেঞ্জার/অনুমোদিত ডিলার থেকে অব্যয়িত টাকার অংক বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করে সংশিষ্ট অনিবাসী বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিতে পারেন। মানিচেঞ্জারের বেলায় পুনঃরূপান্তরিত বৈদেশিক মুদ্রার অংক ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না।

২৩. বিদেশে অভিবাসন আবেদনের ফি ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

উত্তর : বিদেশী অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যাচিত সনদপত্র মূল্যায়ন ফি, ইমিগ্রেশন ভিসা ফি ও রাইট অব ল্যান্ডিং ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে ক্রয় ও প্রেরণ করা যায়।

২৪. বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি?

উত্তর : না, বাংলাদেশ টাকা মূলধনী খাতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য অবাধ রূপান্তরযোগ্য ঘোষিত হয়নি।

২৫. বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত কি?

উত্তর : না । ২৪ নং ক্রমিকের উত্তরে উল্লিখিত কারণে।

২৬. বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি?

উত্তর : না। তবে বাংলাদেশে নিবাসীরা দেশে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ নিতে পারেন।

২৭. বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কি?

উত্তর : না । ২৪ নং ক্রমিকের উত্তরে উল্লিখিত কারণে।

উল্লিখিত তথ্যের অতিরিক্ত কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করুন: মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ফোন : ৭১২০৬৬৮, ৭১২০৩৭৫, ফ্যাক্স : ৭১২০৬৬০, ৯৫৬৬২১২।